তৃতীয় বিশ্বের উন্নয়নে ডব্লিউ–এইট এর উদ্যোগ

রোকেয়া কবীর

[১৯৭০ সালে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আর্থিক উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে প্রদানের জন্য উন্নত দেশগুলো তাদের জাতীয় আয়ের ০.৭ শতাংশ বরাদ্দ করার অঙ্গীকার করে লিখিত চুক্তি করে। চুক্তি অনুযায়ী ঐ দশকের মাঝামাঝি থেকে এ বরাদ্দ কার্যকর করার কথা। কিন্তু এখন পর্যন্ত মাত্র ৫টি উন্নত দেশ এ বরাদ্দ নিশ্চিত করেছে। উপরন্তু, বিশ্ব মন্দা ও নানা অজুহাতে উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে ক্রমশ। অন্যদিকে, বরাদ্দকৃত উন্নয়ন সহায়তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ পাচ্ছে প্রকৃত দরিদ্র দেশগুলো।

উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন সহায়তা ২০০৫ সালে ১০৭.১ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ২০০৭ এ ১০৩.৭ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। এছাড়াও ২০০৫ সালে জিএইটের গ্লেনেগল সম্মেলন, জাতিসংঘের বিশ্ব সম্মেলনসহ বিভিন্ন সময়ে উন্নত দেশগুলো সহায়তা দেয়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, তা-ও তারা পালন করছে না। ফলে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য তথা এমডিজিসহ উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন লক্ষ্য অর্জন ব্যাহত হচ্ছে।

২০১৫ সালের মধ্যে এমডিজির শর্ত অনুযায়ী ৫ বছরের কম বয়সী শিশুমৃত্যুর হার এক-তৃতীয়াংশে নামিয়ে আনার কথা থাকলেও এ অবস্থা চলতে থাকলে ৯৮টি দেশই তা অর্জন করতে পারবে না বলে ধারণা হয়; বর্তমানে যেখানে পৃথিবীর মাত্র ৭৯ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারছে। কাজেই জিএইটভুক্তসহ সকল উন্নত দেশেরই তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়ন বরাদ্দ রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

এ অবস্থায় উন্নত দেশগুলোকে তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য চাপ প্রয়োগ করার উদ্দেশ্যে আটটি উন্নয়নশীল দেশের আটজন নারীর সমন্বয়ে গঠিত গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ডব্লিউ-এইট সকলের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের অধিকার নিশ্চিত করতে নভেম্বর ২০০৯ থেকে কাজ করছে বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশ থেকে এই দলে কাজ করছেন বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘের নির্বাহী পরিচালক রোকেয়া কবীর। বাংলাদেশ ছাড়া ডব্লিউ-এইটের অন্য সদস্য ভারত, জর্জিয়া, মালি, থাইল্যান্ড, ফিলিপিন্স, নিকারাগুয়া ও মালাওয়ি-র বিশিষ্ট নারীগণ।

আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি ক্যাম্পেইনের পাশাপাশি ২০১০-এর জানুয়ারি থেকে বাংলাদেশেও এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। বাংলাদেশের প্রায় ৪৮ শতাংশ শিশু প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন করতে পারছে না। সকল শিশুর জন্য মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে প্রাথমিক শিক্ষাখাতের বরাদ্দ ৪৫ থেকে বাড়িয়ে শিক্ষাখাতে মোট বরাদ্দের ৬৬ শতাংশ করতে হবে। তাছাড়া প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগ দিয়ে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী অনুপাত ১:৩০ নিশ্চিত করাও দরকার। লক্ষ্য অর্জনের জন্য নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের দুপুরের খাবার প্রদানের জন্য বাজেটে প্রয়োজনীয় বরাদ্দও রাখতে হবে। এসব লক্ষ্য অর্জনের জন্য রোকেয়া কবীরের নেতৃত্বে কাজ করছে ডব্লিউ-এইটের বাংলাদেশের সমন্বয়কারী সংস্থা শিক্ষা আন্দোলনের নেটওয়ার্ক আমার অধিকার ক্যাম্পেইন, যে নেটওয়ার্কের সঙ্গে কাজ করছে ৪১টি জাতীয় ও স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা।]

এই লেখাটি যখন লিখিত হচ্ছে তখনো পৃথিবীর প্রায় ৪০০০ শিশু পানিবাহিত রোগ ডায়রিয়ায় মৃত্যুবরণ করছে; ১৪০০ নারী গর্ভকালীন জটিলতায় প্রসবকালে মৃত্যুবরণ করছে; ১০০ মিলিয়ন শিশু, যাদের বেশিরভাগই মেয়ে, বিদ্যালয়ে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। একবিংশ শতাব্দীতে এ ধরনের মানুষ প্রায় এক বিলিয়নে গিয়ে দাঁড়াবে, যারা পড়তে এমনকি নিজের নাম স্বাক্ষর করতে পর্যন্ত জানবে না। সেই সাথে থাকছে জলবায়ু বিপর্যয়, অসমতা ও চরম দারিদ্র্যের মতো বড়ো বড়ো চ্যালেঞ্জ। বিশ্বের ছয় ভাগের এক ভাগ মানুষ এখনো চরম দারিদ্র্য, ক্ষুধা, রোগশোক ও মানসিক অস্থিরতায় বিপর্যস্ত। বিশ্বের ৪১৬ মিলিয়ন দরিদ্র মানুষের আয় উন্নত দেশের ৫০০ ধনীর আয় অপেক্ষা কম। অথচ উন্নত দেশগুলো থেকে নিঃসৃত কার্বনের ফলে সৃষ্ট পরিবেশ বিপর্যয়ের ক্রমবর্ধমান মূল্য দিতে হচ্ছে দরিদ্র দেশের জনগণকেই। স্বাভাবিকভাবেই এর দায়দায়িত্ব নিতে হবে উন্নত দেশগুলোকেই। কিন্তু এ দায়িত্ব তারা পালন করে না বললেই চলে।

জাতিসংঘের উদ্যোগে ১৯৭০ সালে বিশ্বের ধনী দেশগুলো তাদের জাতীয় আয়ের শতকরা ০.৭ ভাগ দরিদ্র দেশগুলোর জন্য উন্নয়ন সহায়তা হিসেবে দেবার অঙ্গীকার করে। হতাশার কথা ৪০ বছর পর মাত্র পাঁচটি দেশ নরওয়ে, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, সুইডেন ও লুক্সেমবার্গ তাদের এ প্রতিশ্রুতি পালন করতে পেরেছে। ২০০৫ সালের গ্লেনেগল সম্মেলনে উন্নত দেশগুলোর সংস্থা জিএইট-এর সদস্য দেশগুলো ২০১০ সালের মধ্যে দরিদ্র দেশগুলোর জন্য উন্নয়ন সহায়তা প্রতিবছর ৫০ বিলিয়ন ডলার পর্যন্ত বৃদ্ধি করারও অঙ্গীকার করে। কিন্তু উন্নত দেশগুলোর উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের হার বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে কেবল অর্ধেক সহায়তা প্রদান করা সম্ভব হতে পারে। প্রতিশ্রুত অর্থের যে অংশ খেলাপি হয়ে যাবে, তা দিয়ে বিশ্বের ৩ মিলিয়ন মানুষের জীবন রক্ষা করা যেত। অন্যদিকে, এ সময়ে আমেরিকার সরকার সে দেশের একটি মাত্র বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে রক্ষার জন্যই ১৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার ব্যয় করেছে, যা তাদের উন্নয়ন সহায়তার প্রায় ৭ গুণ বেশি। ২০০৫ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলো তাদের ০.৭ শতাংশ উন্নয়ন সহায়তার প্রতিশ্রুতির বিপরীতে লক্ষ্য নির্ধারণ করে যে, ২০১০ সালের মধ্যে তারা তাদের জাতীয় আয়ের .৫৬ শতাংশ সহায়তা প্রদান করবে। অথচ ২০০৮ সাল পর্যন্ত ইইউ মাত্র .৪০ শতাংশ অর্থ প্রদান করেছে। উপরন্তু, তারা কথায় কথায় নানা অজুহাতে এ সহায়তা কাটছাঁট করে চলেছে।

উন্নত দেশগুলোর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের চিত্র এবং তাদের উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের হার দেখে মনে হয়, তারা দরিদ্র দেশগুলোকে দাক্ষিণ্য প্রদান করছে। প্রকৃতপক্ষে উন্নয়ন সহায়তা কোনো দাক্ষিণ্য নয়, এটি দরিদ্র দেশগুলোর অধিকার। দরিদ্র দেশগুলোর বাজার ও শ্রম ব্যবহার করে বিভিন্নভাবে উন্নত দেশগুলো যে সম্পদ অর্জন করেছে তা এ দরিদ্র দেশগুলোর অবদান ছাড়া কোনোভাবে সম্ভব হতো না। অন্যদিকে উন্নত দেশগুলোর পরিবেশ ও জলবায়ু দূষণের ভয়াবহতার শিকার দরিদ্র দেশগুলোর অধিকার রয়েছে উন্নত দেশের জাতীয় আয়ের অংশ নেয়ার। উন্নয়ন সহায়তা তাই একটি ন্যায়বিচার, এটি কোনো চ্যারিটি নয়।

উন্নত দেশগুলোকে তাদের এই অবস্থাটা স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং তারা যেন প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী দরিদ্র দেশগুলোকে এইড প্রদান অব্যাহত রাখে, এ বিষয়ে চাপ সৃষ্টি করতে ২০০৯ থেকে আন্তর্জাতিকভাবে কাজ শুরু করছে ডব্লিউ-এইট। ডব্লিউ-এইট বিশ্বের আটজন নারীর অংশগ্রহণে পরিচালিত একটি গ্লোবাল ক্যাম্পেইন, যা বিশ্বের দরিদ্র মানুষের শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার আদায়ে কাজ করে চলেছে। এই গ্লোবাল ক্যাম্পেইন, জিএইট-সহ ধনী দেশগুলোর সরকারের সাথে উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দ নিয়ে মূলত লবির কাজ করছে। যার মূল উদ্দেশ্য হলো শিক্ষা ও স্বাস্থ্যখাতে স্বল্পোন্নত দেশগুলোর সরকারসমূহকে এমনভাবে সক্ষম করে তোলা, যাতে সরকারসমূহ তাদের নাগরিকদের সরকারি ব্যবস্থাপনায় প্রয়োজনীয় সেবা প্রদানে সমর্থ হয়। অন্যদিকে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণসহ বিভিন্ন সময়ে ধনী দেশগুলো স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য উন্নয়ন বাজেটের যে ০.৭ শতাংশ বরাদ্দের অঙ্গীকার করেছিল, তা পালনে উন্নত দেশগুলোকে তাগিদ দেয়াও এই লক্ষ্যভুক্ত।

ডব্লিউ-এইট নানা ধরনের গণমাধ্যম ক্যাম্পেইনসহ উন্নত দেশগুলোর সরকারের সাথে নানা মাত্রায় অ্যাডভোকেসির কাজ করে চলেছে। এ গ্রুপের সদস্যরা তাঁদের দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে নির্দিষ্ট ইস্যুতে অবদান রাখার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক অঙ্গনেও কাজ করছেন। বাংলাদেশের পক্ষে এ গ্রুপে প্রতিনিধিত্ব করছি আমি।

উন্নত দেশগুলোর সরকার ও নেতৃবৃন্দদের সাথে অ্যাডভোকেসি করার লক্ষ্যে ২০১০-এর মার্চ মাসব্যাপী আমরা কানাডা ও ইউরোপ সফর করি। গত ৬ মার্চ ২০১০ থেকে কানাডা সফরের মাধ্যমে এ কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। এর পরে আমরা পর্যায়ক্রমে ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও নেদারল্যান্ডস-এর নেতৃবৃন্দের সাথে উন্নয়ন সহায়তা নিয়ে আলোচনা করি। এ সফরের মাধ্যমে আমরা কানাডা ও ইউরোপীয় ইউনিয়ভুক্ত দেশগুলোর রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে অ্যাডভোকেসির মাধ্যমে তাদের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী উন্নয়ন সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানাই। পাশাপাশি সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর গণমাধ্যমেও আমরা আমাদের দাবি তুলে ধরেছি। ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি দেশের নেতৃবৃন্দ তাদের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের জন্য পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দিয়েছেন।

১৭ মার্চে নেদারল্যান্ডস থেকে আমি এ সফরে যোগ দেই। নেদারল্যান্ডসে সরকারি ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা, বিশিষ্ট ডাচ নারী এবং সে দেশের প্রিন্সেস অব অরেন্জ-এর সাথে উন্নয়ন সহায়তা বিষয়ে উন্নত দেশগুলোর বর্তমান অবস্থান নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। এর পরে ব্রাসেলসে আমরা স্পেনের সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের সাথে সমন্বয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্প্যানিশ সংসদ সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করি। এ মতবিনিময়কালে আমরা তুলে ধরি যে, সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে সবার জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্য অধিকার নিশ্চিত করতে দরিদ্র দেশগুলো অনেক পিছিয়ে রয়েছে। এর অন্যতম কারণ হলো, লক্ষ্য অর্জনে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এ খাতে উন্নয়ন সহায়তা না-পাওয়া। ২০১৫ সালের মধ্যে এ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে উন্নত দেশগুলোকে অবশ্যই তাদের প্রতিশ্রুতি পালন করতে হবে। সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা এ বিষয়গুলো ইউরোপীয় পার্লামেন্টে তুলে ধরার আশ্বাস দেন। ব্রাসেলসে আমরা সাংবাদিকদের সাথে আলোচনায় গণমাধ্যমকে এ বিষয়ে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালনেরও আহ্বান জানাই।

রোকেয়া কবীর নারীনেত্রী ও নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নারী প্রগতি সংঘ। kabir.rokeya@gmail.com